তারিখ 18 SEP 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বাংলার বাণী

প্রভোস্টসহ ১৩ জন হাউজ টিউটরের

জগন্নাথ হলে ছাত্র শিক্ষকের উপর লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ

পদত্যাগ

পুলিশের

ঃ আহত ৫০

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

দীর্ঘ ৪৭ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরুর প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ন'টায় জগন্নাথ হলে পুলিশের অতর্কিত হামলা, এলোপাতাড়ি টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ ও বেদম প্রহারে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হয়েছেন। এরমধ্যে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি–সুভাষ সিংহ রায় এবং জিএস বিমল কৃষ্ণ মল্লিকসহ ১৫ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মারাত্মকভাবে আহত অন্যান্যেরা হচ্ছেন হল সংসদের পাঠকক্ষ সম্পাদক জীবন চন্দ্র মোদক, স্বপন বসু ও আনন্দ।

ঘটনার প্রতিবাদে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটররা একযোগে তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। গভীর রাতে প্রভোস্ট স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ সম্পর্কে বলা হয়, জগন্নাথ হলে কোন প্রকার পূর্বাভাস ও ঘটনা ছাড়াই আকস্মিক পুলিশের আক্রমণ, ছাত্র–শিক্ষক নির্যাতন, অসংখ্য টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণের মাধ্যমে যে সীমাহীন বর্বর ও নারকীয় ঘটনার অবতারণা করে। বিবৃবিতে বলা হয়, এর প্রতিবাদে হলের প্রভোস্টসহ ১৩ জন হাউজ টিউটর ও সহকারী হাউজ টিউটর পদত্যাগ করেছেন। তারা পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে পেশ করেছেন।

জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন, গতরাত সাড়ে ন'টায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একদল সশস্ত্র ব্যক্তিসহ বেশ কিছু পুলিশ জগন্নাথ হলে প্রবেশ করে এবং হলের ছাত্রদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। তারা অভিযোগ করেন, পুলিশের সম্মুখেই ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতা কাটা রাইফেল ও রিভলভার উঁচিয়ে গুলিবর্ষণ করে। হল নেতৃবৃন্দ পুলিশের কাছে এই হামলার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ করা হয়। পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে এবং পুলিশ ও ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় হল উপাসনালয়ও রক্ষা পায়নি বলে তারা জানান। ছাত্রদল কর্মীরা হলের প্রভোস্ট অফিসেও ভাংচুরকরে।

শেষ পৃঃ ১–এর কলামে

জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হামলার সময়ে হলের অফিসে প্রভোস্টের সাথে হাউজ টিউটরদের রুটিন বৈঠক চলছিল। হাউজ টিউটরদের মধ্যে একজন রাত সাড়ে ন'টার কিছু আগে এই বৈঠক থেকে তার অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে যাবার কারণে পূর্বাহ্নেই হল থেকে বেরিয়ে আসেন। তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, তখন হলের নর্থ হাউজ ও সাউথ হাউজের চারদিকে শত শত পুলিশ ঘেরাও করেছে। তিনি পুলিশের সাথে সাদা পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারীদেরও দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। হামলার পর বেশ সময় ধরে জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ও শিক্ষকদের সাথে তিনি যোগাযোগ করতে সক্ষম হননি। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানিয়েছেন, হলের প্রভোস্ট ডঃ পরেশ চন্দ্র মণ্ডল এবং হাউজ টিউটর রতন লাল চক্রবর্তীও এই হামলায় আহত হয়েছেন।

গভীর রাত পর্যন্ত জগন্নাথ হলে পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্ররা মিছিল করে। ঘটনার পর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গভীর রাত পর্যন্ত উপাচার্যের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। উপাচার্যের সবকটি টেলিফোনেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত–সংকেত দিচ্ছিল। অন্যদিকে নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়িতে ১০ বার ফোন করলে প্রতিবারই কোন রিসিভ করে, সংবাদপত্র অফিস থেকে আলাপ করতে চাওয়া হচ্ছে জানতে পেরেই ফোন রেখে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।